শিশুসাহিত্যের অনন্য স্রষ্টা

শামসুজ্জামান খান

বাংলা শিশুসাহিত্য অনেক উঁচু মানের, বিশ্ব মানেরই বলতে পারি। শ'দুয়েক বছরে এই মানে পৌঁছেছে আমাদের শিশুসাহিত্য। এই সাহিত্যের সৃজনভুবনের পথিকৃৎজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বা ঠাকুরবাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যে শক্তপোক্ত ভিত গড়ে দিলেন তাকে নানা রং রেখা আর সোনার কলমে অপরূপ করে তুললেন প্রমদাচরণ সেন আর রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির 'বালক' আর প্রমদাচরণের 'সখা' বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। 'বালক' সম্পাদক জ্ঞানদানন্দিনী আর 'সখা' সম্পাদক প্রমাদাচরণ ছিলেন শিশুসাহিত্যের জহুরি। তাঁরা রত্ন চিনতেন। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন শিশুসাহিত্যের অলোকসামান্য সব প্রতিভা। প্রমদাচরণের হাত ধরেই উঠে আসেন বাংলা শিশুসাহিত্যের পরাৎপর স্রষ্টা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তাঁর পুত্র সুকুমার রায়-সহ প্রায় গোটা পরিবারই শিশুসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। ঠাকুরবাড়ির অবন ঠাকুর শিশুসাহিত্য সৃষ্টির এক বিস্ময়কর প্রতিভা। এঁদের শিশুসাহিত্য বিশ্বমানের।

উপর্যুক্ত পটভূমিকা সামনে রেখে আমরা শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী রচিত শিশুসাহিত্য নিয়ে কিছু কথা বলব। বাংলা শিশুসাহিত্যের যেসব রথী মহারথীদের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি তাঁরা যে চাঁদের হাট সাজিয়ে মাথার ওপরে বসে রয়েছেন, সেখানে ভালো লেখা উপহার দেওয়া এক চ্যালেঞ্জ। আনন্দের কথা, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নিপুণ দক্ষতায় সে চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে অনিন্দ্যসুন্দর শিশুসাহিত্য উপহার দিয়ে চলেছেন। তাঁর রচিত শিশুসাহিত্য সংখ্যার দিক দিয়েও ঈর্ষণীয়। শিশুসাহিত্যে দু'টি গুণ অপরিহার্য। প্রথম: লেখা রসোত্তীর্ণ এবং দ্বিতীয়: উদ্ভাবনাময় হতে হবে। এই দু'টি গুণই অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখায় আছে। তাঁর অনেকগুলি বইপত্রের মাত্র দু'খানা 'শাদা ঘোড়া' ও 'হীরু ডাকাত' নিয়ে আমরা অলোচনা করব। দু'খানাই অতিবিখ্যাত এবং বিপুল জনপ্রিয় বই।

'শাদা ঘোড়া' বাংলা শিশুসাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। গল্পটি লেখা হয়েছে এমন মনোরম গদ্যে যে বইটি হাতে নিলে শেষ না করে ওঠা যায় না। তাঁর কাহিনি বর্ণনায় পরিপাটি দক্ষতা, শব্দচয়নে অনুপম শৈল্পিকবোধ এবং সহজ প্রাণবন্ত গদ্যের বুনোট তাঁর লেখাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। শিশুদের জন্য তাঁর লেখাপত্র আদর্শবাদের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়। অন্যায়-অত্যাচার এবং অত্যাচারী

তাঁর লেখায় পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়।

এ বইয়ের গদ্যের একটু নমুনা: 'সারারাত হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে একটা শান-বাঁধানো পুকুর দেখে যখন শাদাপালকে জল খাওয়াবার জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশে ভোরের রং ধরেছে, জলে আলোর কুঁড়ি ফুটেছে, দুটো-একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

হেঁটে-হেঁটে শাদাপাল খুবই ক্লান্ত হয়েছিল, জলে নেমে সবে জিভ দিয়ে জল ছুঁয়েছে, ভোরবেলার জলে আমি তার ফুটফুটে ছায়া দেখছি, এমন সময় পিছনে হুংকার শুনে চেয়ে দেখি বল্লম হাতে রাজবাড়ির পেয়াদারা এসে দাঁড়িয়েছে।' কিংবা আরেক জায়গায়: 'বুড়ি ফিসফিস করে বলল: ওরা সারারাত বাঁশি বাজায়। ওই বাঁশির সুর যতদূর যাবে, ততদূর পর্যন্ত ওরা তির ছুঁড়তে পারে। আমার ছেলেবেলায় একবার এই নদীতীরে, এই যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ওদের দেশ থেকে একটা তির এসে পড়েছিল।' কাহিনিতে বেশ নতুনত্ব এবং কিছু ভয় করার মতো ব্যাপার আছে। গল্পটি বেশ জমাটি।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'হীরু ডাকাত' অতি বিখ্যাত একখানি শিশু গল্পগ্রন্থ। বিস্ময়কর পদ্য ছন্দে লেখা। অবশ্য 'শাদা ঘোড়া' শীর্ষক বইখানি লেখায়ও লেখকের জাদুর কলমের ছাপ আছে। রহস্য উন্মোচন, কৌতূহলের অবসান এবং বিজয়ের না প্রাণসংশয় ঘটে এমনি এক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে যখন গল্পটি শেষ হয় তখন এক নবআনন্দে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। 'হীরু ডাকাত'-এ মজাটা বহুমাত্রিক। প্রথমে তো হীরুর সঙ্গে 'ডাকাত' কথাটি যুক্ত থাকায় মনে ভয়-ত্রাস-সন্ত্রাসের যে আবহ তৈরি হয় তাতে গা ছমছম করে ওঠে। কিন্তু তার অভিযান শুরু হতেই আগে পড়া স্বদেশি ডাকাতের চেহারা ফুটতে থাকে। হীরু অবশ্য স্বদেশি ডাকাত না। অত্যাচারীকে, অন্যায়কারীকে শায়েস্তা করাই তার অভিযানের লক্ষ্য। নির্যাতনের শিকার মানুষের বন্ধু সে। বিপদাপন্ন অসহায় মানুষের উদ্ধারকারী বান্ধব, দুর্জন, দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের নায়কদের ত্রাস সে। যে কথাগুলো হীরু সম্পর্কে বললাম তা নিতান্তই সাদামাটা এক বয়ান মাত্র, হীরু বাংলা শিশুসাহিত্যের এক দাপুটে চরিত্রই নয়— হীরুকে লেখক সৃষ্টি করেছেন এক বলবান, সুকৌশলী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সুরসিক ও হৃদয়বান মানুষ হিসেবে। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর রূপ ফোটে অত্যাচারী দানবের মুখোমুখি হলে। আবার বিপদে আর বিপদ মুক্তিতে তার ছদ্মবেশ ধারণের অদ্ভুত সব কৌশল, উদ্ভাবনাময় চমৎকারিত্ব ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখে পাঠক বিস্ময় মানে। এ ধরনের চরিত্র সৃজনের ক্ষমতা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে বাংলা শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট করেছে।

'হীরু ডাকাত' বইটি বাংলা শিশুসাহিত্যে এক নতুন ধরনের সৃষ্টি। 'অভিযান' আখ্যায় এর তিনটি অংশ। তিনটি অংশে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ন্যারেটিভ। এবং আখ্যানগুলি বর্ণিত হয়েছে ছন্দিত ভাষ্যে, সংলাপের আঙ্গিকে। সম্পূর্ণ বইটি তার উজ্জ্বলতায় ভরা। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা শুধু প্রথম অভিযান থেকে কয়েকটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করব:

দারোগা : থাম, থাম। আরে শোন, তোর বেইমানি
হবে না কোথাও জানাজানি।
বখরা পাবি আধা-আধি
আয় দু-ভাগে বস্তা বাঁধি।

হীরু : ভাবিস বুঝি দুনিয়াটাই দারোগার?
দাসের চামড়া ছাড়া হয় না কারো গা?
ইংরেজের দাস, আমি হীরে!

দারোগা : পেতাম যদি বন্দুকটা ফিরে
হীরেগিরি ছুটিয়ে দিতাম তোর আজ
তের টাকার গোলা পায়রা, হলি কিনা শিকরে বাজ!

শুধু সংলাপ নয়, ন্যারেশন বা বর্ণনাংশও এমন ছন্দে ও অন্ত্যমিলে রচিত। এর বিদ্রুপে, শ্লেষে, কৌতুকেও তীব্র-মধুর রসরসিকতা মিশ্রিত বয়ান আমাদের পুলকিত করে অপার আনন্দে। এ ধরনের আঙ্গিক ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলময় আঙ্গিকে লেখা বইখানি এক কথায় ব্যাতিক্রমধর্মী। তাই এ বই পাঠে বড় আনন্দ। ছন্দ আর কাব্যে জমাট বইটি লেখায় অমরেন্দ্রর পাকা হাতে কত যে ঝলমলে কৌতুক আর তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রুপের হুল ফুটিয়েছেন যৌতুকলোভী বরের পিতার পিঠে, তা পড়ে চাপা সুখকর হাসি উছলে ওঠে পাঠকের মনে।

'হীরু ডাকাত'-এর তিনটি অভিযানেই কাব্য আঙ্গিকে লেখা সংলাপধর্মী রসসিক্ত কথকতা বড়ই চিত্তসুখকর, আনন্দময়। সেইসঙ্গে সমাজ ও দুরাচারের পিঠে যখন সমালোচনার কষাঘাত বসতে থাকে তখন মনে মনে লেখকের উদ্দেশে বলি: সাধু! সাধু! অমরেন্দ্র কবি। সেজন্য তাঁর উপমা ব্যবহারে দক্ষতার ছাপ দেখি। একটা উদাহারণ দিচ্ছি: 'বাঁশবাগানে চাঁদ উঠেছে ঠিক যেন এক মড়ার মাথার খুলি' (তৃতীয় অভিযান পৃষ্ঠা ৪১)। শিশুদের জন্য ঠিক হয় কিনা জানি না। তবে সুন্দর উপমা। বিশেষত সবহারানো সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের চোখে পূর্ণিমার চাঁদও তো ভীতিপ্রদই দেখাবে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কবি। অমরেন্দ্র গল্পকার। তাঁর ভ্রমণ কথাও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর একটি ভ্রমণপিপাসু মন আছে। দুনিয়ার নানা রহস্য আর অজানা-অচেনা পথ-প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত-মরুভূমি যেন তাঁকে নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুদূরের পিয়াসী এই মানুষটি তাই বুঝি অস্থির, চঞ্চল। শিশু-কিশোর সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি অন্য মানুষ। নিষ্ঠা, অভিনিবেশ আর মনোসংযোগে অনন্য প্রতিমূর্তি। সেজন্যই শিশুসাহিত্যের সকল শাখায় তার অবাধ বিচরণ।

তাঁর কবিতার হাত চমৎকার। বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর তিনখানা শিশু-কিশোর কবিতার বই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: কবিতার হারানো রাজ্য ছোটদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে 'আমার বনবাস', 'টিয়াগ্রামের ফিঙে নদী', আর 'তালগাছের ডোঙা'।'

লেখক পরিচিতি

লেখক, গবেষক, বাংলা অ্যাকাডেমির সভাপতি ও সাবেক মহাপরিচালক।
একুশে পদক ও সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান স্বাধীনতা পদকে ভূষিত।